হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১০

(১)কৈসরিয়া শহরে কর্নেলিয়াস নামে একজন লোক ইতালিয় সৈন্যদলের লেফটেন্যান্ট ছিলেন। (২)তিনি আল্লাহভক্ত ছিলেন এবং তিনি ও তার পরিবারের সবাই আল্লাহর এবাদত করতেন। তিনি খুশি মনে গরিবদের দান করতেন এবং সব সময় আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতেন।

(৩)এক দিন বেলা তিনটার সময় তিনি একটি দর্শন পেলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, আল্লাহর এক ফেরেস্তা এসে তাকে ডাকছেন, "কর্নেলিয়াস।"

(৪)তিনি ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইয়া আল্লাহ, এ কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার মোনাজাত ও তোমার দানের কথা বেহেস্তে পৌঁছেছে এবং আল্লাহ তা মনে রেখেছেন। (৫)এখন জাফাতে লোক পাঠাও আর সাফওয়ান, যাকে পিতর নামে ডাকা হয়, তাকে ডেকে আনো। (৬)সমুদ্রের ধারে চামড়া-ব্যবসায়ী সিমোনের বাড়িতে সে আছে।" (৭)যে-ফেরেস্তা তার সংগে কথা বলছিলেন, তিনি চলে গেলে পর কর্নেলিয়াস তার দু' জন গোলাম ও একজন সাহায্যকারী সৈন্যকে ডাকলেন। (৮)এবং সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলার পর তিনি তাঁদের জাফাতে পাঠালেন।

(৯)পরদিন যখন সেই লোকেরা জাফা শহরের দিকে আসছিলো, তখন বেলা প্রায় দুপুর। হযরত পিতর রা. মোনাজাত করার জন্য সেই সময় ছাদে উঠলেন। (১০)তখন তাঁর খুব ক্ষুধা পেলো এবং তিনি কিছু খেতে চাইলেন। যখন খাবার তৈরি হচ্ছিলো, তখন তিনি প্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

(১১)সেই অবস্থায় তিনি দেখলেন, আসমান খুলে গেছে এবং বড়ো চাদরের মতো কোনো একটি জিনিসকে চার কোণা ধরে দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। (১২)এর মধ্যে সব রকমের চার পা ওয়ালা পশু, বুকে হাঁটা প্রাণী এবং বিভিন্ন পাখি রয়েছে। (১৩)তারপর তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন, তাঁকে বলছেন, "হে পিতর, ওঠো, মেরে খাও।"

(১৪)কিন্তু হযরত পিতর রা.বললেন, "না, না, মালিক, কিছুতেই না। আমি কখনো হারাম কোনো কিছু খাইনি। (১৫)কণ্ঠস্বর তাঁকে আবার বললেন, "আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তাকে তুমি হারাম বলো না।" (১৬)তিনবার এরকম হলো এবং হঠাৎ করে সেগুলো আসমানে তুলে নেয়া হলো।

(১৭)হযরত পিতর রা.যখন তার দেখা দর্শনের অর্থ কী হতে পারে, তা নিয়ে মনে-মনে ভাবছিলেন, তখনই কর্নেলিয়াসের পাঠানো লোকেরা এসে দরজায় উপস্থিত হলো। (১৮)তারা সিমোনের বাড়ির খোঁজ করছিলো। তারা ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "সিমোন, যাকে পিতরও বলা হয়, তিনি কি এখানে আছেন?"

(১৯)হযরত পিতর রা. তখনো দর্শনের কথা ভাবছিলেন, এ-সময় আল্লাহর রুহ তাঁকে বললেন, "দেখো, তিনজন লোক তোমার খোঁজ করছে। (২০)ওঠো, নিচে যাও। কোনো সন্দেহ না-করে তাদের সংগে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি।"

(২১)তখন তিনি নিচে নেমে এসে সেই লোকদের বললেন, "তোমরা যার খোঁজ করছো, আমিই সেই লোক। তোমরা কেনো এসেছো?" (২২)তারা উত্তর দিলো, "লেফটেন্যান্ট কর্নেলিয়াস আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি একজন দীনদার লোক এবং আল্লাহকে ভয় করেন। গোটা ইহুদি জাতি তার সুনাম করে। একজন পবিত্র ফেরেস্তা তাকে হুকুম দিয়েছেন, (২৩)যেনো তিনি আপনাকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে আপনার কথা শোনেন।" তখন হযরত পিতর রা. তাদের ভেতরে নিয়ে এলেন এবং তাদের থাকার ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন তিনি উঠে তাদের সংগে রওনা হলেন এবং জাফা শহরের কয়েকজন ইমানদার ভাইও তাদের সংগে গেলেন।

(২৪)এর পরদিন তারা কৈসরিয়াতে পৌঁছলেন। কর্নেলিয়াস তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি তার আত্মীয়-স্বজন ও বিশেষ বন্ধুদেরও ডেকেছিলেন। (২৫)হযরত পিতর রা. যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন কর্নেলিয়াস তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে সেজদা করলেন। (২৬)কিন্তু হযরত পিতর রা. তাকে উঠিয়ে বললেন, "উঠুন, আমি নিজেও তো একজন মানুষ মাত্র।"

(২৭)তিনি তার সংগে কথা বলতে-বলতে ভেতরে গিয়ে দেখলেন, সেখানে অনেক লোক জমায়েত হয়েছেন। (২৮)তিনি তাদের বললেন, "আপনারা তো জানেন যে, একজন ইহুদির পক্ষে একজন অ-ইহুদির সংগে মেলামেশা করা বা তার সংগে দেখা করা শরিয়ত-বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে দেখিয়েছেন যে, আমি যেনো কাউকে অপবিত্র বা নাপাক না-বলি। (২৯)তাই যখন আপনারা আমাকে

ডেকে পাঠালেন, তখন কোনো আপত্তি না-করেই আমি এসেছি। এখন আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, কেনো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?"

(৩০)কর্নেলিয়াস বললেন, "চারদিন আগে ঠিক এই সময়, বেলা তিনটায়, আমি আমার ঘরে মোনাজাত করছিলাম, তখন হঠাৎ উজ্জ্বল কাপড় পরা এক লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, (৩১)'কর্নেলিয়াস, আল্লাহ্ তোমার মোনাজাত শুনেছেন এবং তোমার দানের কথা তিনি মনে রেখেছেন। (৩২)জাফাতে লোক পাঠাও আর সাফওয়ান, যাকে পিতরও বলা হয়, তাকে ডেকে আনো। সে সমুদ্রের ধারের চামড়া-ব্যবসায়ী সিমোনের বাড়িতে আছে।'

(৩৩)এ-জন্য আমি তখনই আপনাকে আনার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলাম এবং আপনি দয়া করে এসেছেন। এখানে আমরা সবাই এখন আল্লাহর সামনে আছি। তিনি আপনাকে আমাদের কাছে যা বলতে হুকুম দিয়েছেন, আমরা তার সবই শুনবো।"

(৩৪)তখন হযরত সাফওয়ান রা. বলতে আরম্ভ করলেন, "আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারলাম, আল্লাহ্ পক্ষপাতিত্ব করেন না। (৩৫)প্রত্যেক জাতির মধ্যে যারা তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর চোখে যা ঠিক তা-ই করে, তিনি তাদের গ্রহণ করেন।

(৩৬)আপনারা জানেন যে, বনি-ইস্রায়েলের কাছে তিনি এই কালাম পাঠিয়ে ছিলেন, হযরত ইসা মসিহের মাধ্যমেই শান্তি প্রচারিত হচ্ছে। তিনি সব মানুষের বাদশাহ।

(৩৭)হযরত ইয়াহিয়া আ. তাঁর বায়াতের কথা ঘোষণা করার পর গালিল থেকে আরম্ভ করে ইহুদিয়ার সব জায়গায় এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে- (৩৮)কীভাবে আল্লাহ্ নাসরতের হযরত ইসা আ.কে আল্লাহর রুহ্ ও শক্তি দিয়ে অভিষেক করেছিলেন, কীভাবে তিনি ভালো কাজ করে বেড়াতেন এবং ইবলিসের হাতে যারা কষ্ট পেতো তাদের সবাইকে সুস্থ করতেন, কারণ আল্লাহ্ তাঁর সংগে ছিলেন।

(৩৯)ইহুদিয়ায় এবং জেরুসালেমে তিনি যা-যা করেছিলেন, আমরা সে-সবের সাক্ষী। তারা তাঁকে সলিবে টাঙিয়ে হত্যা করেছিলো। (৪০)কিন্তু আল্লাহ্ তৃতীয় দিনে তাঁকে জীবিত করে তুললেন, এবং মানুষকে দেখা দিতে দিলেন-

(৪১)সবাইকে নয়, কিন্তু আল্লাহ্ যাদের সাক্ষী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এবং মৃত থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পরে আমরা যারা তাঁর সংগে খাওয়া-দাওয়া করেছি, সেই আমাদেরকেই। (৪২)তিনি আমাদের

হুকুম দিয়েছেন, যেনো আমরা লোকদের কাছে প্রচার করি এবং সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ তাঁকেই জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।

(৪৩)সব নবিই তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর ওপর ইমান আনে, তারা প্রত্যেকে তাঁর নামে গুনাহের ক্ষমা পায়।”

(৪৪)হযরত সাফওয়ান রা. তখনো কথা বলছেন, এমন সময় যারা সে-কথা শুনছিলো, তাদের সকলের ওপর আল্লাহর রুহ নেমে এলেন। (৪৫)যে খতনা করা ইমানদারেরা হযরত সাফওয়ান রা. সংগে এসেছিলেন, তারা এটা দেখে আশ্চর্য হলেন যে, অইহুদিদের ওপরেও আল্লাহর রুহের দান ঢেলে দেয়া হলো। (৪৬)কারণ তাঁরা তাদের ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে ও আল্লাহর প্রশংসা করতে শুনলেন।

(৪৭)তখন হযরত সাফওয়ান রা. বললেন, “পানিতে বায়াত নিতে কি এই লোকদের কেউ বাধা দিতে পারে? তারা তো আমাদের মতোই আল্লাহর রুহকে পেয়েছেন।” (৪৮)তখন তিনি তাদের সবাইকে হযরত ইসা মসিহের নামে বায়াত নেবার হুকুম দিলেন। পরে তারা তাঁকে তাদের কাছে কয়েকদিন থাকতে অনুরোধ করলেন।